কুষ্টিয়ার মিরপুরে পোকা দমনে জনপ্রিয় হচ্ছে আলোক ফাঁদ

কুষ্টিয়ার মিরপুরে কৃষি ফসলে ক্ষতিকর পোকা নিধনের জন্য আলোক ফাঁদের ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে উঠছে সব শ্রেণীর কৃষকের কাছে। ফলে ফসল উৎপাদনে কীটনাশকের ব্যয় এবং বিষমুক্ত ফসলে স্বাস্থ্য ঝুঁকি উভয়ই কমছে।

আজ সোমবার সন্ধ্যায় উপজেলার চিথলিয়া ও বহলবাড়ীয়া ইউনিয়নের খাড়ারা ব্লকে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে আলোক ফাঁদ স্থাপন করা হয়।

এসময় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপ সহকারী কর্মকর্তা নিহারুল ইসলাম একযোগে উপজেলার ৪০ টি ব্লকে আলোক ফাঁদ স্থাপন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

এছাড়াও বহলবাড়ীয়া ইউনিয়নের খাড়ারা ব্লকে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার আনিসুর রহমান, উপ সহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষন কর্মকর্তা মাহিরুল ইসলাম, উপ সহকারী ময়নুল ইসলাম রাজীব, শাহানাজ সুলতানাসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিস সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি প্রাকৃতিক উপায়ে কৃষি ফসলের জন্য ক্ষতিকর পোকা শনাক্ত এবং নিধনের লক্ষে আলোক ফাঁদ ব্যবহার শুরু হয়।

উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের গ্রামে প্রচারণার জন্য প্রথমে কৃষি অফিস কর্তৃক আলোক ফাঁদ স্থাপন করা হয়। পরে তা দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে

এখন প্রতিদিনই কোন না কোন মাঠে কৃষকরা নিজেরাই আলোক ফাঁদ স্থাপন শুরু করেছে।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার আনিসুর রহমান বলেন, ফসলি জমির ধারে দুই থেকে তিন ফিট উপরে একটি ডিটারজেন্ট পাউডার মেশানো পানির গামলার উপরে একটি বাল্ব জ্বালিয়ে দেয়া হয়। আলো দেখে পোকারা উড়ে গিয়ে ওই পানিতে পড়ে মারা যায়। ফলে ক্ষতিকর পোকার সংখ্যা কমতে থাকে। আর ওই ফসলের জমিতে চরম ক্ষতিকর মাজরা, বিপিএইচ ও পাতামোড়ানো পোকাসহ অন্য কোন পোকা আছে কিনা তা জরিপ করা হয়। যদি ক্ষতিকর পোকা থাকে তা দমনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

কেউপুর গ্রামের আদর্শ কৃষক ফারুখ আহমেদ, লিটন আহমেদ চুনিয়াপাড়া গ্রামের জিন্নাহ মিয়া বলেন, আলোক ফাঁদের মাধ্যমে ক্ষতিকর পোকা নিধন পদ্ধতিটা খুবই দারুন। শুধু ফসল নয়, বাড়িতেও বিরক্তিকর পোকা নিধনে আলোক ফাঁদ ব্যবহার উপকারে আসে।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবীদ ড. হায়াত মাহমুদ জানান, আলোকফাঁদ হলো কোনো কিছু আটকানোর একটা যন্ত্র। এই যন্ত্রে নানা রকমের কৌশল অবলম্বন করে শিকার ধরা বা আটকানোর ব্যবস্থা করা হয়। বেশ কিছু পোকা আছে যারা আলোতে আকৃষ্ট হয়। তাই আলোক ব্যবহার করে আলো-আকর্ষী এসব পোকা আটকানোর বা আকৃষ্ট করে মেরে ফেলার জন্য যে ফাঁদ তৈরি করা হয় তাকেই আলোক ফাঁদ বলে। কৃষকের উপকারের জন্য আমরা আলোক ফাঁদ এর ব্যবহার নিশ্চিত করেছি। এর ফলে ফসলের ক্ষতিকর পোকা শনাক্ত করার ক্ষেত্রে খুব ভালো একটি পদ্ধতি। তাই কৃষকদের আলোক ফাঁদ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

দামুড়হুদায় গাঁজা গাছসহ আটক ১

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ কর্তৃক মাদক বিরোধী অভিযানে ১টি গাঁজা গাছসহ একজনকে আটক করা হয়েছে। গতকাল রবিবার রাত ১১টার দিকে নতিপোতা ইউনিয়নের মইষাগাড়ী মাঠ থেকে।

থানা সূত্রে জানা যায়, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি

আলমগীর কবিরের নেতৃত্বে এস আই শাহাবুল আলম সঙ্গীয় ফোর্সের সহায়তায় অত্র এলাকায় মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় গতকাল রবিবার আনুমানিক রাত ১১ টার দিকে অত্র থানাধীন নতিপোতা গ্রামস্থ মইষাগাড়ী মাঠে আসামী ফিত্তাজের ভোগদখলীয় সিম ক্ষেতের মধ্য উদ্ধারকৃত গাঁজা গাছ পরিচর্যা করাকালে ১১ ফুট লম্বা ও ১২ কেজি একটি গাঁজার গাছ সহ ফিত্তাজ শেখ (৪৫) কে হাতেনাতে আটক করে। আসামী ফিত্তাজ শেখ নতিপোতা গ্রামের মোঃ চান্দালীর ছেলে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আলমগীর কবীর আটকের সত্যতা নিশ্চিত করে জানান,আটককৃত আসামীর বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা পূর্বক আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, দামুড়হুদা মডেল থানা এলাকায় কোন প্রকার মাদকদ্রব্য কারবারি থাকবে না। জেলা পুলিশ সুপারের নির্দেশনায় মাদক বিরোধী অভিযান চলমান থাকবে।

দামুড়হুদা থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে গাঁজাসহ আটক ১

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযান চালিয়ে ৫ শত গ্রাম গাঁজাসহ মোঃ স্বপন আলী (২৮) নামের এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে।

গতকাল রবিবার রাত সোয়া ১১টার দিকে উপজেলার জুড়ানপুর ইউনিয়নের বিষ্ণুপুর গ্রাম থেকে। গ্রেফতারকৃত আসামী স্বপন আলী হারেজ আলীর ছেলে।

থানা সূত্রে জানা গেছে, দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই ওবাইদুর রহমান ও এএসআই বিপ্লব কুমার দাস সঙ্গীয় ফোর্সের সহায়তায় অত্র এলাকায় মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রবিবার রাত সোয়া ১১টার দিকে উপজেলার জুড়ানপুর ইউনিয়নের

বিষ্ণুপুর উত্তর পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে ১টি পলিথিনের ব্যাগে বিশেষ কায়দায় রাখা ৫ শত গ্রাম গাঁজাসহ স্বপন আলী কে আটক করে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির মাদক উদ্ধার এবং এক মাদক কারবারিকে আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আটককৃত আসামী স্বপন আলী এলাকার চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী। তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দায়ের হয়েছে। পরবর্তীতে তাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে বিএনপির স্বরণসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

গাংনীতে মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি তোফায়েল আহমেদ ও যুবদলের সাবেক সভাপতি আখতারুজ্জামানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার সন্ধ্যায় গাংনী হাসপাতাল বাজারে বিএনপির একাংশের কার্যালয়ে পৌর বিএনপির আয়োজনে এ স্বরণসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

এসময় মেহেরপুর জেলা ছাত্রদল সভাপতি নাজমুল হোসেন, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি শান্ত আহমেদ বিশ্বাস,গাংনী উপজেলা ছাত্রদল নেতা জী কে শামীম,গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজ ছাত্রদলের আহবায়ক জুনায়েদ আলি,মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ সম্পাদক রাশেদুজ্জামান রনি,গাংনী পৌর জাসাসের সদস্য সচিব সুরেলি আলভি,গাংনী উপজেলা কৃষকদলের যুগ্ন আহবায়ক আব্দুল্লাহ আল হাসান শাওন,গাংনী পৌর যুবদলের যুগ্ন আহবায়ক মনিরুজ্জামান মনি, পৌর যুবদল নেতা মিজানুর রহমান (তোতা), ৫ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাধারন সম্পাদক আসাদ, পৌর

ছাত্রদল নেতা রাকিবুল ইসলাম রাকিব,গাংনী পৌর কৃষকদল নেতা আমিনুল ইসলাম,কৃষকদল নেতা রনি আহমেদ,সাবেক ছাত্রনেতা সাহিবুর রহমান,কাজিপুর ইউনিয়ন যুবদলের সদস্য সচিব হাবিবুর রহমান বকুল,বিএনপি নেতা আঃগনি, পৌর বিএনপি নেতা এনামুল হক সহ গাংনী উপজেলা বিএনপি ও সহযোগি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুরে শহিদুল ইসলাম পেরেশানের গণসংযোগ

শেখ হাসিনা কে আবারো ক্ষমতায় রাখতে ও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের গণসংযোগের আয়োজন করে।

সোমবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলা শোলমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়-২ প্রাঙ্গণে কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের উদ্যোগে গণসংযোগের আয়োজন করা হয়।

কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের সেক্রেটারির রায়হান উদ্দিন মন্টুর সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এডভোকেট মিয়াজান আলী, জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু, কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি হাজী সাইফুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা পরিষদের সদস্য মোঃ ইমতিয়াজ হোসেন মিরন, সদর থানা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক সাজেদুর রহমান সাজু সহ বিভিন্ন নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদা মডেল স্কুলে শিক্ষার মানোন্নয়নে অভিভাবক ও সুধী সমাবেশ

দামুড়হুদা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে অভিভাবক ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে দামুড়হুদা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আয়োজনে বিদ্যালয় চত্বরে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি মোঃ মাকসুদুর রহমান রতনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আলী মুনছুর বাবু।

বিশেষ অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আবু হাসান।

দামুড়হুদা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ কুতুব উদ্দীনের সঞ্চালনায় এসময় অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা নাসির উদ্দীন, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সিনিয়র সাংবাদিক দ্বীন মোহাম্মদ, দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক অভিভাবক সদস্য ফারুক হোসেন, দামুড়হুদা মডেল থানার উপপরিদর্শক সালাউদ্দীন, তৌহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি সুবহান মন্ডল, অভিভাবক সদস্য মোয়াজ্জেম হোসেন, আবু সাঈদ, যুবলীগ নেতা ইলিয়াস হোসেন, ইকরামুল হক, আঃখালেক, জুয়েল রানা, অভিভাবক হাসিবুল ইসলাম, আতিকুর রহমান, জহিরুল ইসলাম রিপন, শওকত আলীসহ অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশ শেষে অতিথি বৃন্দ বিদ্যালয় চত্বরে বৃক্ষের চারা রোপন করেন।

মুজিবনগরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৫

মুজিবনগর থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৫ আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।

এরা হলেন, মুজিবনগর থানার মামলা নং ০৩, তারিখ ০৪/০৯/২৩ এর আসামি এই উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের মোসাররফ হোসেনের ছেলে সেলিম উদ্দিন (৩৫) ও মৃত কাঁলাচাদ শেখের ছেলে জমির উদ্দিন (৪০), কোমরপুর গ্রামের আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলা নং ১৪১/২২ এর আসামী মোজাহার জোয়ার্দ্দার (৬০), তার ছেলে জিয়ারুল (৪০) ও মহরম জোয়ার্দ্দারের ছেলে ফজলু জেয়ার্দ্দার (৬২)।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে মুজিবনগর থানা পুলিশের পৃথক টিম গতকাল রবিবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ সোমবার দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আভ্যন্তরীণ রাজনীতিকদের মন্তব্য রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার শঙ্কা

দীর্ঘ চার বছরের বেশি সময় পর মিয়ানমারে গিয়ে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরু নিয়ে আবারও আলোচনায় বসছে বাংলাদেশ। ৪ সেপ্টেম্বর মিয়ানমারের প্রশাসনিক রাজধানী নেপিডোতে দুই দেশের মহাপরিচালক পর্যায়ের বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একইসময়ে ঢাকায়

বিরোধীদলীয় নেতৃত্ব প্রত্যাবাসন নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রনালয় বলছে, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের ‘পাইলট প্রকল্প’ দ্রুততম সময়ের মধ্যেই বাস্তবায়িত হবে। তিনি মিয়ানমারে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের দ্রুত প্রত্যাবর্তনে আলোচনার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদানে বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও চীনের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় উদ্যোগে ‘সক্রিয় ভূমিকার’ জন্য চীনকে ধন্যবাদ জানান।

এদিকে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশন অফিস বলছে, রোহিঙ্গাদের থাকার কোন সমস্যা যেন না হয় সেখানে বাংলাদেশ সরকারে কোন ছাড় দেয়নি। প্রত্যাবাসনের বিকল্প নেই। কিন্তু সেখানে এতো সংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তার বিষয়টিকেও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেখছে বাংলাদেশ।

দলের স্বার্থে না, দেশের স্বার্থে কথা বলতে আহ্বান

সোমবার যখন রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে সরকার আলোচনা এগিয়ে নিতে উদ্যোগী হয়েছে তখনই অকষাৎ বিএনপি নেতা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সরকার প্রত্যাবাসন নিয়ে ‘শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে’ বলে উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন। তার এই বক্তব্যকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও শিষ্টাচার বহির্ভূত বলে উল্লেখ করেছেন বিশ্লেষকরা। তারা বলছেন, বাংলাদেশ সরকার ভূরাজনৈতিক দিকগুলো বিবেচনা করে প্রত্যাবাসনের কাজটি করে যাচ্ছে। বিষয়টির আগে পিছে না জেনে এইধরনের মন্তব্য করা রাজনৈতিক নেতাদের উচিত না বলে অভিমত তাদের।

উল্লেখ্য, শুরু থেকেই রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে সুনাম কুড়িয়েছে বাংলাদেশ। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে ফিরিয়ে দেওয়া বিষয়ে যে মোটিভেশন দান সেটাও বেশ সতর্কতার সাথে সফলভাবে করতে সক্ষম হয়েছে সরকার। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে মূল প্রশ্ন হলো, তারা ফিরে যেতে নিরাপদ বোধ করছে কিনা। তারা যদি নিরাপদ বোধ না করে, তাহলে জোর করে ফেরত পাঠাবে না বাংলাদেশ। কারণ স্বেচ্ছায়, নিরাপদে ও সম্মানের সঙ্গে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন চায় ঢাকা।

নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল (অব) আবদুর রশীদ মনে করেন যখন অনেকগুলো দেশ কোন একটা সমস্যার সাথে যুক্ত তখন কূটনৈতিকভাবে সবগুলো দেশকে নিয়ে সমস্যা মোকাবিলা চ্যালেঞ্জিং। এই চ্যালেঞ্জিং কাজে যখন গতি আসে তখনই আভ্যন্তরীণ রাজনীতিক দলগুলো

যদি অপ্রয়োজনীয় কথা বলে সেটা তাদের রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য, সেটা কখনোই দেশের স্বার্থে নয়। তিনি বলেন, বহির্বিশ্বের সাথে কূটনীতি নিয়ে আভ্যন্তরীন রাজনীতিকরা মন্তব্য না করা ভালো না। কিন্তু এরা মনে করে যদি কোন সাকসেস স্টোরি তৈরী হয় তাহলে শাসকদল সেই সুবিধা পাবে। সেই জায়গা থেকে কথা বলতে থাকে। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে আদৌ সফলতা আসছে কিনা সেটা নিয়ে এখন মন্তব্য করার সময় আসেনি। এইরকম একটা জটিল সমস্যা চট করে সমাধান হয়ে যাবে তা কখনোই মনে করা ঠিক না।

১০ লক্ষাধিক রোহিঙ্গার প্রতি মানবিকতা

শুরু থেকেই সীমান্ত খুলে দিয়ে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়া এবং তাদের তত্ত্বাবধানে অসামান্য ভূমিকা রাখায় সরকারকে ধন্যবাদ দেয় বিভিন্ন আন্তর্তাতিক সংস্থা। ২০২১ সালে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস মিয়ানমারে নৃশংসতা আর নির্যাতন থেকে প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ায় বাংলাদেশের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। রাখাইনে রোহিঙ্গাদের ফেরাটা টেকসই করতে মিয়ানমারের সঙ্গে জাতিসংঘের উদ্যোগের বিষয়ে তিনি বাংলাদেশকে আশ্বস্তও করেন।

এদিকে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম আশাবাদ ব্যক্ত করে সম্প্রতি বলেছেন, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের ‘পাইলট প্রকল্প’ দ্রুততম সময়ের মধ্যেই বাস্তবায়িত হবে। দ্রুত প্রত্যাবর্তনে আলোচনার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদানে বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও চীনের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় উদ্যোগে ‘সক্রিয় ভূমিকার’ জন্য চীনকে ধন্যবাদ জানান।

এক মিলিয়নের বেশি রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ মানবিকতার এক অনন্য উদাহারণ সৃষ্টি করেছে উল্লেখ করে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন ডেমোক্রেটিক পার্টির কংগ্রেস সদস্য এড কেইস সম্প্রতি ক্যাম্প সফর শেষে বলেন, ‘রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর লোকজনের সঙ্গে আলাপ করেছি। আলাপকালে রোহিঙ্গারা তাদের খাদ্য সহায়তা কমিয়ে দেওয়া, লেখা-পড়ার ব্যবস্থা, বর্তমান জীবনযাপন নিয়ে কথা বলেছেন। একই সঙ্গে রোহিঙ্গারা তাদের দেশ মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর জন্য আমাদের কাছে দাবিও জানিয়েছেন। তিনি রোহিঙ্গাদের প্রতি মানবিক আচরণের জন্য বাংলাদেশের সরকার ও জনগণকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান।

শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ সামছু-দ্দৌজা বলছেন, রোহিঙ্গাদের থাকার কোন সমস্যা যেন না হয় সেখানে বাংলাদেশ সরকারে কোন ছাড় দেয়নি। প্রত্যাবাসনের বিকল্প নেই। কিন্তু সেখানে এতো সংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তার বিষয়টিকেও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেখছে বাংলাদেশ। এই ছয় বছরে একের পর এক সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে। বাংলাদেশ তার ভূরাজনীতি বিবেচনায় রেখে প্রতিটা সম্ভাবনাকেই কাজে লাগাতে চেয়েছে। তবে সবসময়ই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে কত পরিকল্পিতভাবে ফেরত পাঠানো যায় সেটাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

মশলার গুণে জব্দ হবে কোলেস্টেরল

কোলেস্টেরল শুনলেই মাথায় নেতিবাচক চিন্তা ভর করে। অথচ শরীরের জন্য কিন্তু এটি একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। বিপত্তি ঘটে তখনি যখন লোডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন কোলেস্টেরল বা এলডিএলের মাত্রা বেড়ে যায়। খারাপ কোলেস্টেরল ধমনীতে রক্ত প্রবাহ কমিয়ে ক্লান্তি আনে। এর কারণে হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি পর্যন্ত তৈরি হয়। আপনি চাইলেই কিন্তু ঘরোয়া উপায়ে কোলেস্টেরল মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। এর সমাধান রয়েছে রান্নাঘরে।

দারচিনি
দারচিনিতে থাকা সিনাম্যালডিহাইড নামক যৌগটি রক্তে শর্করার পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে। রক্তে থাকা এই শর্করার প্রভাব পড়ে ট্রাইগ্লিসারাইডের ওপর। শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখলে কোলেস্টেরলও নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

মেথি
মেথিতে থাকা স্যাপোনিনস নামক যৌগটি কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি রক্তে শর্করার ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে রাখতেও এটা সাহায্য করে।

আদা

আদায় থাকে জিনজেরলস ও শোগাওলস নামক দুটি যৌগ। এগুলো রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে আনতে সাহায্য করে। ফলে ধমনীতে মেদ জমতে পারে না সহজে।

হলুদ
হলুদে রয়েছে কারকিউমিন। বিভিন্ন গবেষণায় বলা হয়েছে, কারকিউমিন যৌগটিই রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে দিতে পারে। পাশাপাশি ভালো কোলেস্টেরল অর্থাৎ ‘এইচডিএল’-এর পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে পারে।

গোলমরিচ
এই মশলায় রয়েছে প্যাপরিন নামক একটি যৌগ। যা রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। গোলমরিচের অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি ও অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টে ভরপুর যৌগ হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমায়।

সূত্র: ইত্তেফাক

ঝিনাইদহে আ.লীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১০

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। সোমবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার রামচন্দ্রপুর বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরে ওই গ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা আহম্মদ আলী ও ইউপি সদস্য চান্নুর সমর্থকদের মধ্যে এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। সোমবার সকালে আলী আহম্মদের দুই সমর্থককে মারধর করে ইউপি সদস্য চান্নুর লোকজন। এরপর বিষয়টি জানাজানি হলে চান্নু মেম্বরের লোকজনকে প্রতিহত করতে আসে প্রতিপক্ষরা। একপর্যায়ে দুই গ্রুপের লোকজন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে উভয় গ্রুপের আহত হন অন্তত ১০ জন। এ সময় স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি নিয়ে

যায়।

কালীগঞ্জ থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুবুর রহমান বলেন, দুই দলের বিরোধে সংঘর্ষে কয়েকজন আহত হয়েছে। সংবাদ শুনেই সেখানে পুলিশ পাঠিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।